কলকাতা হাই কোর্ট

মহামান্য বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি

সম্পর্কিত মামলা : অর্ণব রায় ওরফে বাপ্টু

বনাম

অরপিতা খান ওরফে ময়না এবং আরেকজন

2022-এর সি. আর. আর-623, 06/12/2022-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ফৌজদারী দণ্ডবিধি (1974 সালের 2), ধারা 202, 204, ধারা 190-পেনাল কোড (1860 সালের 45), ধারা 120 B, 500, ধারা 504, ধারা 506 - ফৌজদারি মানহানি - অপরাধের স্বীকৃতি - সমন জারি - চ্যালেঞ্জ - প্রকৃতপক্ষে যে মামলাটি ফৌজদারি মানহানির, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সমস্ত দিক থেকে অভিযোগ যাচাই করার ভারী বোঝা ছিল - স্বীকার্য যে অভিযুক্তরা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারের এলাকার বাইরে বসবাস করত - ম্যাজিস্ট্রেটের S.202 এর অধীনে তদন্ত করা উচিত ছিল, যে অভিযোগটি তুচ্ছ নয় এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে-অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার আদেশ এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করা, বাতিল করা হল – ধারা 202-এ নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলার পরে নতুন আদেশ পাস করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হল। এ. আই. আর 2019 এস. সি 2390 - অনুসরণ করেছে এ. আই. আর 2017 এস. সি 299 কে, যা অনুসরণ করেছে 2014 এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ 2095-কে।

(অনুচ্ছেদ 7,10,11,12,13)

উল্লেখিত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**
এআইআর 2020 এসসি 992:এ আই আর অনলাইন 2020 এসসি 175	অনুচ্ছেদ নং (5)
এআইআর 2019 এসসি 2390:এ আই আর অনলাইন 2019 এসসি 281:	
2019 ক্রি এলজে 3196 (অনুসারী)	অনুচ্ছেদ নং (7)
এ. আই. আর 2017 এস. সি 299 (অনুসারী)	অনুচ্ছেদ নং (8)
এ আই আর 2016 এসসি 740:2016 ক্রি এলজে 1346	অনুচ্ছেদ নং। (5)
এ. আই. আর 2014 এস. সি (সংলগ্ন) 756:2014	
এ আই আর এসসিডব্লিউ 2095:2014 ক্রি এলজে 2295 (অনুসারী।)	অনুচ্ছেদ নং(৯)

আইনজীবীদের নাম

বাদীপক্ষে মানস কুমার বর্মণ এবং প্রতিবাদী পক্ষে সুমন্ত গাঙ্গুলি।

1. **আদেশঃ-** ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা নং 2021 সালের 105 -এর মামলার সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত সিটি সেশন জজ, বেঞ্চ-2, বিচার ভবন, কলিকাতা কর্তৃক প্রদত্ত 07.02.2022 তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির 482 ধারার সঙ্গে পঠিত 401 ধারার অধীনে বর্তমান সংশোধনমূলক আবেদনটি করা হয়েছে।

2. বিচার্য আদেশের মাধ্যমে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কলিকাতার বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত 23.4.2021 তারিখের বিতর্কিত আদেশটি নিশ্চিত করেছে। 2021 সালের সি. এন-547 মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 120বি/500/504/506 ধারার অধীনে উভয় বাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির 204 ধারার অধীনে সমন জারি করা হয়েছিল।

3. বাদীর মামলাটি হল যে অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষ নং ১ বাদী নং -১এর আপন বড় বোন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের করে অভিযোগ করে যে বাদী নং ১ এখানে একজন কুখ্যাত এবং দুষ্টু ব্যক্তি এবং সে তার স্ত্রী, অর্থাৎ আবেদনকারী নং ২ মিলে অভিযোগকারীর পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন 08.06.2020-এ মারা গেছেন এবং এখানে উভয় বাদীর অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষ নং ১এবং তার পরিবারের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না।অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারী নং ১ এখানে আবেদনকারী নং ২-এর সঙ্গে মিলে তার মোবাইল ফোন থেকে তার বাবার মোবাইল ফোনে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কিছু অবমাননাকর, উস্কানিমূলক এবং হুমকি বার্তা পাঠিয়েছিল যা অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষ নং ১এর মানহানির কারণ হয়েছিল।

4. আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে ফৌজদারি কার্যবিধির 200 ধারার অধীনে অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করার পরে বিচারিক আদালত সন্তুষ্ট যে অভিযোগকারীর পক্ষে একটি প্রাথমিক মামলা বিদ্যমান এবং আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 500/504/506/120বি ধারার অধীনে বিচারপ্রক্রিয়া চালানোর জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী, তিনি 23.4.2021 তারিখের আদেশের মাধ্যমে দণ্ডবিধির 204 ধারার

অধীনে প্রক্রিয়া জারি করেছিলেন।উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে বাদী কলিকাতার নগর দায়রা আদালতের সামনে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা নেন এবং নগর দায়রা আদালতের বেঞ্চ-২-এর বিজ্ঞ বিচারক অপরাধের বিষয়টি প্রণিধান করার বিষয়ে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 204-এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার বিষয়ে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশকে নিশ্চিত করেন এবং তদ্দ্বারা 07.02.2022 তারিখের বিচার্য আদেশবলে সংশোধন আবেদনটি খারিজ করে দেন।

5. এখানে আবেদনকারী প্রধানত এই ভিত্তিতে বিতর্কিত আদেশকে আক্রমণ করেছিলেন যে বর্তমান মামলাটি সাজানো, এবং বিরোধী পক্ষ নং ১-এর বিরুদ্ধে করা আগের পাঁচটি মামলার পাল্টা আঘাত। এবং নিম্ন আদালতগুলি অনুমান এবং ধারণার ভিত্তিতে বিচার্য আদেশটি পাস করেছে।তিনি ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872-এর 65বি (4) ধারার বিধানের কথা মনে রাখেননি যে, বৈদ্যুতিন রেকর্ডের কোনও প্রমাণ দেওয়ার সময় প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে একটি শংসাপত্র অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে যা আবশ্যক এবং বাধ্যতামূলক, এবং তা ঐচ্ছিক নয়।

বর্তমান মামলায় উক্ত শংসাপত্রটি উপস্থাপন করা হয়নি।নিম্ন আদালতগুলি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের 59 ধারার অধীনে স্পষ্ট বিধিবদ্ধ নিষেধ উপেক্ষা করেছে যা নির্ধারণ করেছে, নথি বা বৈদ্যুতিন রেকর্ডের বিষয়বস্তু ব্যতীত সমস্ত তথ্য মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে।বিচার্য আদেশটি হেঁয়ালীতে ভরা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের বুদ্ধির প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে না।উপরন্তু নীচের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বিকৃত কারণ যে ব্যক্তি মানহানির অভিযোগ করেছেন তিনি আদালতে হাজির হননি বা প্রাথমিক জবানবন্দির সময় আদালতে সাক্ষ্য দেননি যা দণ্ডবিধির 199 ধারার লঙ্ঘনকারী।তদনুসারে, বাদী যুক্তি দেখান যে ফৌজদারি কার্যবিধির 204 ধারার অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার পাশাপাশি ফৌজদারি কার্যবিধির 190 ধারার অধীনে প্রণিধান গ্রহণ করা আইনত দুষ্ট এবং বাতিল করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে, তিনি (2016) 3 এস. সি. সি 1: (এ. আই. আর 2016 এস. সি 740), (2010) 5 এস. সি. সি 600: (এ. আই. আর 2010 এস. সি 3196) এবং (2020) 3 এস. সি. সি 1: (এ. আই. আর 2020 এস. সি 992)-এ রিপোর্ট করা শীর্ষ আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

6. বিপরীত পক্ষের বিজ্ঞ উকিল বলেন যে, প্রণিধান গ্রহণের সময় এবং সমন জারি করার সময়, আদালতকে কেবল অভিযোগ এবং প্রাথমিক জবানবন্দিতে করা

অভিযোগগুলি প্রাথমিকভাবে অপরাধ তূল্য কিনা তা দেখতে হবে। সাক্ষীর পরিমাণ প্রাসঙ্গিক বিবেচনা নয় তবে প্রাথমিক জবানবন্দির সময় উপস্থাপিত প্রমাণের গুণমান প্রাসঙ্গিক এবং অভিযোগকারীর দেওয়া প্রাথমিক জবানবন্দি থেকে এটি খুব স্পষ্ট যে এটি ভারতীয় দণ্ডবিধির 500/504/506/120বি ধারার অধীনে অপরাধ প্রতিপন্ন করে।এই পর্যায়ে, বিচারে শেষ পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হবে কি না তা নিয়ে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত করার কথা নয়।

তাঁকে কেবল অভিযোগের বিষয়বস্তু এবং উপলব্ধ নথি বিবেচনা করতে হবে প্রণিধানের জন্য, এবং সেইসঙ্গে সমন জারি করার উদ্দেশ্যে। তিনি আরও পেশ করেছেন যে বাদীরা কেবল অভিযোগকারীর বাবার নয়, অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষ নং ১এরও মানহানি করেছেন হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠিয়ে। তিনি আরও পেশ করেছেন যে 65-বি ধারার অধীনে শংসাপত্রটি বিচারের সময় বিপরীত পক্ষের দ্বারা উপস্থাপন করা প্রয়োজন এবং বিচারপ্রক্রিয়ার এই প্রাথমিক পর্যায়ে নয়।তদনুসারে, বর্তমান মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট সংবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে বাদীদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করে কোনও ভুল করেননি।

7. মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনা করে দেখা যায় যে যেহেতু এটি ফৌজদারি মানহানির মামলা, তাই সমস্ত দিক থেকে অভিযোগটি যাচাই করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের উপর গুরুদায়িত্ব রয়েছে। এখানে লিখিত অভিযোগ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে থাকে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারি কার্যবিধির 202 ধারায় বর্ণিত বিধানটি মনে রাখা উচিত ছিল যাতে ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ার-বহির্ভূত এলাকায় অভিযুক্তদের বসবাস এমন মামলাগুলি সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে, এবং তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির 499 ধারার উপাদানগুলি বর্তমান।

বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম অ্যাডভেন্টজ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (2019) 16 এসসিসি 610-এর প্রকাশিত মামলায় যেমন বলা হয়েছে ঃ(এ. আই. আর 2019 এস. সি 2390) এবং সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে বলা হয়েছে যে সি আর পি সির ধারা 202 -এর অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব অভিযোগকারীর দ্বারা উপস্থাপিত উপাদানগুলি পরীক্ষা করা যাতে তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যে অভিযোগটি তুচ্ছ নয় এবং এমন প্রমাণ/উপাদান রয়েছে যা

ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য সি আর পি সির ধারা 204 এর অধীনে প্রক্রিয়া **জারি করার জন্য যথেষ্ট** ভিত্তি রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য হল এমন প্রতিটি তথ্য বের করা যা অভিযোগ এবং অভিযোগকারীর যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করবে।

৪. (2017) 3 এস. সি. সি 528-এ প্রকাশিত অভিজিৎ পাওয়ার বনাম হেমন্ত মধুকার নিম্বালকর এবং অপরজন **মামলায় বলা হয়েছেঃ(এ. আই.** আর 2017 এস. সি 299) মামলায় শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ঃ_

"23। আইনে স্বীকৃত অবস্থানটি হল যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ার-বহির্ভূত এলাকায় বাস করে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া জারি করার আগে ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে তদন্ত বা তদন্ত পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক।ফৌজদারি কার্যবিধির 202 ধারা 2005 সালে ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, 2005 দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল, যা 22.6.2006 থেকে কার্যকর হয় "এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে অভিযুক্ত তার এক্তিয়ারের এলাকার বাইরে কোথাও বসবাস করছে" - এই শব্দগুলি যুক্ত করে কার্যকর করা হয়েছিল।এই সংশোধনীর পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে, তা হল, দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এড়ানো যাতে তাদের অপ্রয়োজনীয় হয়রানি থেকে রক্ষা করা যায়।সুতরাং, সংশোধিত বিধানটি ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রক্রিয়াটি জারি করার আগে তদন্ত বা সরাসরি তদন্ত পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা দেয়, যাতে মিথ্যা অভিযোগগুলি ছেঁকে নিয়ে বাদ দেওয়া যায়।উক্ত সংশোধনীর প্রস্তাব করা বিলের সঙ্গে সংযুক্ত নোটে উপরোক্ত উদ্দেশ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

9. সুপ্রিম কোর্ট বিজয় ধানুকা এবং অন্যান্য বনাম নাজিমা মমতাজ এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে (2014) 14 এস. সি. সি 638-এ বর্ণিত 202 ধারায় ব্যবহৃত "হবে" শব্দটিকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়েছিলঃ(2014 এ. আই. আর **এস. সি. ডব্লিউ 2095),** যেখানে মহামান্য বিচারপতিগণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ঃ_

"12। কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট (2005-এর কেন্দ্রীয় আইন 25)-এর 19 ধারা দ্বারা "এবং, যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত এক্তিয়ার-বহির্ভুত এলাকায় বাস করছে" শব্দগুলি যুক্ত করা হয়েছিল।আইনসভার মতে, উপরোক্ত সংশোধনীটি অপরিহার্য ছিল কারণ দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের হয়রানির জন্য তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আদেশ দায়ের করা হয়।

সংশোধনীর নোটটি নিম্নরূপঃ

"দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেবল তাদের হয়রানি করার জন্য মিথ্যা

অভিযোগ দায়ের করা হয়।নির্দোষ ব্যক্তিরা যেন অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানির শিকার না হন, তা দেখার জন্য এই ধারাটি 202 ধারার উপ-ধারা (1) সংশোধন করতে প্রযোজ্য যাতে ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য এটি বাধ্যতামূলক করা যায় যে তার এক্তিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তকে তলব করার আগে তিনি নিজেই তদন্ত করবেন বা কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেবেন যা তিনি উপযুক্ত মনে করেন, যাতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি ছিল কি না তা খুঁজে বের করা যায়।

"হবে" অভিব্যক্তিটির ব্যবহার প্রাথমিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত বা তদন্তকে বাধ্যতামূলক করে তোলে।"হবে" শব্দটি সাধারণত বাধ্যতামূলক তবে কখনও কখনও প্রসঙ্গ বা অভিপ্রায় বিবেচনা করে এটিকে নির্দেশমূলক হিসাবে ধরা যেতে পারে।সব পরিস্থিতিতে "হবে" শব্দের ব্যবহার নির্ণায়ক নয়।উপরোক্ত নীতির কথা মাথায় রেখে, যখন আমরা আইনসভার উদ্দেশ্যের দিকে নজর দিই, তখন আমরা দেখতে পাই যে এর লক্ষ্য হল নির্দোষ ব্যক্তিদেরকে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা মিথ্যা অভিযোগে হয়রানি করা থেকে বিরত রাখা।অতএব, আমাদের মতে, "হবে" অভিব্যক্তিটির ব্যবহার এবং যে পটভূমি ও উদ্দেশ্যে সংশোধনী আনা হয়েছে, আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এক্তিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করার আগে তদন্ত বা তদন্ত বাধ্যতামূলক।

10. এই পরিস্থিতিতে যখন স্বীকার্য যে অভিযুক্ত ব্যক্তি/বাদী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারের এলাকার বাইরে থাকেন, তখন ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত করা উচিত ছিল যে অভিযোগ তুচ্ছ নয় এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

11. উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, 2021 সালের ফৌজদারি সংশোধন 105 -এ অতিরিক্ত নগর দায়রা জজ ,বেঞ্চ-2, বিচার ভবন, কলিকাতা দ্বারা পাস করা 7.2.2022 তারিখের আদেশটি বাতিল করে 2022 সালের সি আর আর 623 মামলাটির নিষ্পত্তি করা হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে 23.4.2021 তারিখের আদেশের পরবর্তী অংশে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 204 এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করার বিষয়ে আদেশটিও বাতিল করা হচ্ছে।

12. এই আদালত কর্তৃক গৃহীত কোনও পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নতুন আদেশ পাস করার জন্য মামলাটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এই আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে ধারা 202 Cr.P.C-এ নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে নতুন আদেশ দেবেন।

13. তদনুযায়ী 2022 সালের সি. আর. আর 623-এর নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

14. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যথাযথভাবে আবেদন করা হয়েছে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে সকল পক্ষকে দেওয়া হবে।

আবেদন মঞ্জুর হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।